**The Chittagong University Journal of Arts and Humanities**
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp. 41 - 60)
**Published in October, 2025**

# প্রকৃতি-প্রত্যয়ের ব্যাকরণিক বন্ধন ও বৈচিত্র্য

ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া *

**প্রতিপাদ্যসার:** প্রকৃতি–প্রত্যয় হলো নানামাত্রিক বন্ধনে বৈচিত্র্যময় শব্দগঠনের একটি বিশাল প্রক্রিয়া। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ব্যাকরণিক সমীকরণে প্রকৃতি–প্রত্যয়ের বন্ধন ও বৈচিত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃতি-প্রত্যয় নিয়ে নিবিড় আলোচনায় দেখা যায়, বাংলা ব্যাকরণে এর অনেক কিছুই এখনও অমীমাংসিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে। এই বিশৃঙ্খলা থেকে বিষয়টিকে মুক্ত করে ধারাবাহিক ও বোধগম্যপাঠ তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই প্রবন্ধের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাই এই প্রবন্ধের পাঁচটি অংশে প্রকৃতি–প্রত্যয়ের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নানামাত্রিক বন্ধন ও বৈচিত্র্যে একটি নিয়মতান্ত্রিক নিবিড় পাঠ বুননের চেষ্টা রয়েছে।

প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণে রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। বাংলায় নতুন শব্দবন্ধনের প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে এটি একটি বিশাল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় নাম ও ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া শব্দগঠন করা যায়। সুতরাং এটি বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ শব্দগঠনের একটি অপরিহার্য বিষয়। নতুন শব্দগঠনে প্রকৃতির অবস্থান প্রথমে এবং প্রত্যয়ের অবস্থান শেষে বসে উভয়ের বন্ধনে প্রত্যয়ান্ত শব্দ গঠিত হয়। এসব প্রত্যয়ান্ত শব্দ কখনো সরাসরি বিশেষ্য, কখনো সরাসরি বিশেষণ আবার কখনো বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের অন্তর্গত কোনো শাখা–শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। এছাড়াও গঠিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের রয়েছে আরও নানামাত্রিক পরিচিতি। সুতরাং বাংলা ভাষায় বিচিত্র পদগত পরিচয়ের শব্দ সৃষ্টিই প্রকৃতি-প্রত্যয়ের উদ্দেশ্য।

বাংলা ব্যাকরণে নতুন শব্দ সৃষ্টিতে প্রকৃতি হলো একেবারে আসল বা বীজ অংশ। বাংলায় নামপ্রকৃতি ও ক্রিয়াপ্রকৃতি নামে দুই ধরনের প্রকৃতি রয়েছে। ক্রিয়াপ্রকৃতির অপর নাম ক্রিয়ামূল বা ধাতু এবং এদের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই। অপরদিকে, নামপ্রকৃতি স্বাধীন প্রকৃতি এবং এই জাতীয় প্রকৃতির স্বাধীন অর্থ রয়েছে। 'বাংলায় দুই ধরনের প্রকৃতির মধ্যে নামপ্রকৃতি সংখ্যায় বেশি রয়েছে' (ভট্টাচার্য ১৩৮)।

বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় হলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ। প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া ব্যতীত প্রত্যয় স্বাধীনভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। প্রত্যয় নামপ্রকৃতি ও ক্রিয়াপ্রকৃতির পরে বসে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নতুন শব্দ গঠন করে। একারণে 'শব্দ বা ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে' (সরকার ও অন্যান্য ৩২)। প্রধান শ্রেণিকরণে প্রত্যয় দুই প্রকার: 'কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়' (শহীদুল্লাহ ১৩২)। এছাড়াও কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপ–শ্রেণিকরণ রয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে দুই ধরনের কৃৎ প্রত্যয় আছে: বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়। অন্যদিকে তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকারের: বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়। প্রত্যয়ের 'এই ধরনের শ্রেণিকরণ প্রশ্নবিদ্ধ, তবুও এটি বাংলা ব্যাকরণগুলোতে অব্যাহতভাবে চলছে (আজাদ ৪১৫)। এ যাবত রচিত স্কুলপাঠ্য থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের ব্যাকরণে এই ধরনের শ্রেণিকরণ চলমান ছিলো, কিন্তু সর্বশেষ প্রকাশিত স্কুলপাঠ্য মাধ্যমিক শ্রেণির 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' (সরকার ও অন্যান্য ৩৩-৩৫) গ্রন্থে কেবল কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় ভিত্তিক শব্দগঠন দেখানো হয়েছে। এদের উপশ্রেণিকে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রহণ করা হয়নি। আমরা মনে করি, বাংলায় প্রত্যয়গুলোকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা অপ্রয়োজনীয়। কেননা ধাতু ও নাম এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে এদের চেনার কোনও উপায় নেই। তাছাড়া প্রত্যয়ের নাম হয় যে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় তার নামানুসারে। অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে প্রত্যয়ের মধ্যে কোনটি কৃৎ, কোনটি তদ্ধিত, তা জানার উপায় নেই। তাই প্রত্যয়ের এই ধরনের শ্রেণিকরণকে 'অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর' (আজাদ ৪১৫) বলে মন্তব্য করেছেন। এই ধরনের শ্রেণিকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী হয়েছে এবং বাংলা ব্যাকরণগুলোতে কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় বিশ্লেষণ করার ধারবাহিক প্রবণতা সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এছাড়াও বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দকে বিশ্লেষণ করার জন্যে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় রীতি এখনও চালু রয়েছে। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, প্রয়োগ ও ইতিহাস নতুন করে লেখার ও ভাববার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া প্রত্যয়ের সমস্যার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে সমাস, সন্ধি, উপসর্গ, বিশেষণের তারতম্য, লিঙ্গ, ক্রিয়া, বাক্যগঠন, বাগবিধি- এসমস্তই সংস্কৃত ব্যাকরণে এক রকম, বাংলা ব্যাকরণগুলোতে আরেক রকম।

## ১: প্রকৃতি, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্তের অবস্থানগত বন্ধন

প্রকৃতির পরে প্রত্যয় বসে। প্রকৃতি ও প্রত্যয় সম্মিলনে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত শব্দ। সাধারণত 'প্রকৃতি+প্রত্যয় = প্রত্যয়ান্ত শব্দ' –এই মূল বন্ধন ভিত্তিতে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সাধারণ অবস্থান। এই অবস্থান ছাড়াও প্রকৃতির পূর্বে কখনো উপসর্গ কখনো সংখ্যাবাচক শব্দ, কখনো শব্দ বা শব্দাংশ সহযোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়। প্রকৃতির পূর্বে যেসব ব্যাকরণিক উপাদান অবস্থান করে এদেরকে বিশেষভাবে বুঝে নিতে হয়। এছাড়া এসব উপাদান বিশেষভাবে প্রকৃতির পূর্বে অবস্থান করে প্রকৃতি-পূর্ব বিশেষ শব্দবন্ধন তৈরি করে নতুন ধরনের শব্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। প্রকৃতির–পূর্ব এবং প্রকৃতির পরবর্তী যেসব ব্যাকরণিক উপাদান সাধারণ ও বিশেষভাবে অবস্থান করে তাদের অবস্থানগত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা এই অংশের বিষয়।

**(ক) সাধারণ অবস্থান:** প্রকৃতি আগে বসে এবং তারপরে বসে প্রত্যয়। উভয়ের সম্মিলনে সাধিত হয় প্রত্যয়ান্ত শব্দ। নিম্নে [১] নির্দেশিত অংশ প্রকৃতি, [২] নির্দেশিত অংশ প্রত্যয় এবং [৩] নির্দেশিত অংশ হলো প্রত্যয়ান্ত শব্দ। এভাবে যে অবস্থান নির্দেশিত হলো তা প্রকৃতি, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত শব্দের সাধারণ অবস্থান।

| [১]<br>**প্রকৃতি** | [২]<br>**প্রত্যয়** | [৩]<br>**প্রত্যয়ান্ত শব্দ** |
|---|---|---|
| পাগল | –আমি | পাগলামি |
| সর্বজন | –নীন্ | সর্বজনীন |
| √চল্ | –শানচ্ | চলমান |
| √গম্ | –ক্তি | গতি |
| √বচ্ | –ক্তি | উক্তি |

[১] নম্বর অংশে পাগল ও সর্বজন হলো নামপ্রকৃতি। অপরদিকে √চল্, √গম্ এবং √বচ্ হলো ক্রিয়া-প্রকৃতি।

[২] নম্বর অংশে –নীন্ ও –আমি হলো তদ্ধিত প্রত্যয়। কারণ এরা নামপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অপরদিকে –শানচ্ ও –ক্তি হলো কৃৎপ্রত্যয়। কারণ এরা ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

[৩] নম্বর অংশটির নাম হলো প্রত্যয়ান্ত শব্দ। প্রকৃতি ও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দটি গঠন করলো তার নাম প্রত্যয়ান্ত শব্দ। এখানে প্রত্যয়ান্ত শব্দ পাগলামি ও সর্বজনীন হলো তদ্ধিতান্ত শব্দ এবং চলমান, গতি ও উক্তি হলো কৃদন্ত শব্দ।

**(খ) বিশেষ অবস্থান-১:** যদি প্রকৃতির পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ, উপসর্গ, শব্দ বা শব্দাংশ থাকে তাহলেও প্রকৃতির অবস্থান প্রত্যয়ের পূর্বে থাকবে। এক্ষেত্রে বিশেষ কথা হলো প্রকৃতির পূর্বে উপসর্গ, সংখ্যাবাচক শব্দ, শব্দাংশ বা শব্দ থাকবে। যেমন–

| [*]<br>**উপসর্গ/ শব্দ/ শব্দাংশ/ সংখ্যাবাচক শব্দ** | [১]<br>**প্রকৃতি** | [২]<br>**প্রত্যয়** | [৩]<br>**প্রত্যয়ান্ত শব্দ** |
|---|---|---|---|
| অ– | √চিন্ | –আ | অচেনা |
| বি– আ– | √কৃ | –অন | ব্যাকরণ |
| দ্বি– | বর্ষ | –ইক | দ্বিবার্ষিক |
| আত্ম– | √হণ্ | –ণিন | আত্মঘাতী |
| অলম্– | √কৃ | –অন | অলংকরণ |

উপরে [১] [২] [৩] অংশগুলো সাধারণ অবস্থান। এই জাতীয় অংশের ব্যাখ্যা একটু আগে ক–অংশে করেছি। কিন্তু, এখানে [*]–অংশের ব্যাখ্যার দরকার রয়েছে। কারণ, এটি হলো একটি বিশেষ অবস্থান। এই বিশেষ অবস্থানে কখনো উপসর্গ, কখনো সংখ্যাবাচক শব্দ, কখনো কোনো শব্দাংশ বা শব্দ থাকতে পারে। তাহলে দেখা গেলো যে, কেবল সবার আগে অবস্থান করলে সে প্রকৃতি হয় না; অন্য কিছুও হতে পারে। প্রকৃতির পূর্বে এই অন্য কিছুকে চেনার উপায়ও রয়েছে। প্রকৃতির পূর্বে এদের প্রদর্শনেরও বিশেষ নিয়ম রয়েছে।

কিন্তু বিশেষ কথা হলো যে, প্রকৃতি থেকে উপসর্গ অংশ, সংখ্যাবাচক শব্দ, শব্দাংশ বা শব্দগুলোকে আলাদা বোঝানোর জন্য বিশেষ অংশগুলোর পর হাইফেন (– চিহ্ন) দিয়ে লেখার কথা থাকলেও বেশিরভাগ ব্যাকরণে এটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এইস্থলে সর্বত্র যোগ চিহ্ন (+) দেওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি অশুদ্ধ উপস্থাপন। কয়েকটি শুদ্ধ উপস্থাপন লক্ষ করুন–

| [*]<br>**উপসর্গ/ শব্দ/ শব্দাংশ/ সংখ্যাবাচক শব্দ** | [১]<br>**প্রকৃতি** | [২]<br>**প্রত্যয়** | [৩]<br>**প্রত্যয়ান্ত শব্দ** |
|---|---|---|---|
| বি–আ– | √কৃ | অন | ব্যাকরণ |
| অ– | √চিন্ | আ | অচেনা |
| দ্বি– | বর্ষ | ইক | দ্বিবার্ষিক |
| আত্ম– | √হণ্ | ণিন | আত্মঘাতী |

একটি কথা পুনরায় বলে রাখা প্রয়োজন, প্রকৃতির পুর্বে কখনো কখনো এক বা একাধিক উপসর্গ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে যতবেশি উপসর্গ থাকুক-না কেনো প্রকৃতির পূর্বে অবস্থান করা প্রতিটি উপসর্গকে আলাদা আলাদাভাবে হাইফেন (– চিহ্ন) দিয়ে প্রদর্শন করে যেতে হবে। নিচের উদাহরণগুলো দেখলে প্রকৃতির পুর্বে উপসর্গ বিষয়ক বিশেষ কথাগুলো আরও স্পষ্ট হওয়া যাবে। যেমন–

| [*]<br>উপসর্গ/এক বা একাধিক উপসর্গ | [১]<br>প্রকৃতি | [২]<br>প্রত্যয় | [৩]<br>প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|---|
| আ– | √দৃশ্ | অ | আদর্শ |
| সম্– | √কৃ | তি | সংস্কৃতি |
| উপ– | √স্থা | তি | উপস্থিতি |
| অভি– | √জ্ঞা | অ | অভিজ্ঞ |
| সু– | √লভ্ | অ | সুলভ |
| বি– অব– | √হৃ | হার | ব্যবহার |
| বি–আ– | √ ঘ্রা | অ | ব্যাঘ্র |
| পরি– অব্– | √সো | ত | পর্যবসিত |
| উপ– আ– | √ধা | ই | উপাধি |
| সম্– প্র– | √দা | অন | সম্প্রদান |

এক্ষেত্রে প্রকৃতির পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রাসঙ্গিক কিছু উদাহরণ দেখুন–

| [*]<br>সংখ্যাবাচক শব্দ | [১]<br>প্রকৃতি | [২]<br>প্রত্যয় | [৩]<br>প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|---|
| শত– | বর্ষ | ইক | শতবার্ষিক |
| দ্বি– | বর্ষ | ইক | দ্বিবার্ষিক |
| পঞ্চ– | ভূত | ইক | পাঞ্চভৌতিক |
| ত্রি– | √নে | অন | ত্রিনয়ন |

এছাড়াও প্রকৃতির পূর্বে শব্দ বা শব্দাংশ থাকলেও একই নিয়ম প্রয়োজ্য। প্রাসঙ্গিক কিছু উদাহরণ দেখুন–

| [*]<br>শব্দ/ শব্দাংশ | [১]<br>প্রকৃতি | [২]<br>প্রত্যয় | [৩]<br>প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|---|
| চাটু– | √কৃ | অ | চাটুকার |
| কৃত– | √হন্ | অ | কৃতঘ্ন |
| বিশ্ব– | √ভৃ | অ | বিশ্বম্ভর |
| শুভ– | √কৃ | অ | শুভংকর |
| স্বর্ণ– | √কৃ | অ+আ | স্বর্ণকার |
| মহা– | √রাজ্ | অ | মহারাজ |
| অলম্– | √কৃ | অন | অলংকরণ |
| আত্মন্– | √ভৃ | ই | আত্মম্ভরি |
| বারি– | √ধা | ই | বারিধি |
| পয়স্– | √ধা | ই | পয়োধি; ইত্যাদি |

অথচ এ যাবত রচিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতে এসব বিষয়ে অসতর্কতা লক্ষ করা যায়। তাই এসব বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

**(গ) বিশেষ অবস্থান-২ঃ**

| [*] উপসর্গ/ শব্দ/ শব্দাংশ/ সংখ্যা | [১] প্রকৃতি | [২]** প্রত্যয়/ একাধিক প্রত্যয় | [৩] প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|---|
| পরি– | √ঈক্ষ্ | অ+আ | পরীক্ষা |
| অ– | √বিদ্ | য+আ | অবিদ্যা |
| প্র– | √জ্ঞা | অ+আ | প্রজ্ঞা |
| স্বর্ণ– | √কৃ | অ+আ | স্বর্ণকার |
| ন–সূর্য– | √দৃশ্ | অ+আ | অসূর্যস্পশ্যা |

উপরের ছকে [১] [২] [৩] অংশগুলো সাধারণ অবস্থান। এই জাতীয় অংশের ব্যাখ্যা একটু আগে ক–অংশে করেছি। এখানে ছকের [*] অংশ হলো প্রকৃতির পূর্বের একটি বিশেষ অবস্থান; যার আলোচনা খ–এর 'বিশেষ অবস্থান-১' অংশে করা হয়েছে। কিন্তু, এখানে ছকের [২]** হলো অন্য একটি বিশেষ অবস্থান; আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা একে 'বিশেষ অবস্থান-২' নামে চিহ্নিত করেছি।

এই 'বিশেষ অবস্থান-২' এর ছক [২]** অংশের ব্যাখ্যার দরকার রয়েছে। এই [২]** বিশেষ অবস্থানে কখনো একটি প্রত্যয়, কখনো একাধিক প্রত্যয় থাকতে পারে। তাহলে দেখা গেলো যে, প্রকৃতির পরে একটি প্রত্যয় অবস্থান করবে এমন নয়, একাধিক প্রত্যয়ও থাকতে পারে।

প্রকৃতির পরে প্রতিটি প্রত্যয়কে যোগ চিহ্ন (+) দিয়ে প্রদর্শন করতে হয়। শব্দে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যয়কে আলাদা করে যোগ চিহ্ন (+) দিয়ে লেখার কথা থাকলেও বেশির ভাগ ব্যাকরণে এটিকে এড়িয়ে গিয়ে কখনো কেবল একটি প্রত্যয়, কখনো বা কেবল প্রথম প্রত্যয়, কখনো বা শেষ প্রত্যয়টিকে বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে। এতে করে এক ধরনের পাঠবিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য 'বিশেষ অবস্থান-২' এর বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নিচের উদাহরণগুলো দেখলে এই বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

| [*] উপসর্গ/ শব্দ/ শব্দাংশ/ সংখ্যা | [১] প্রকৃতি | [২]** প্রত্যয়/ একাধিক প্রত্যয় | [৩] প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|---|
| | √শিক্ষ্ | অ + আ | শিক্ষা |
| প্র- | √শনস্ | অ + আ | প্রশংসা |
| | √হন্ | য + আ | হত্যা |
| সম্– | √জ্ঞা | অ + আ | সংজ্ঞা |
| শ্রৎ– | √ধা | অ + আ | শ্রদ্ধা |
| | √শুভ্ | অ + আ | শোভা |
| | √পূজ্ | অ + আ | পূজা |
| | √চর্চ | অ + আ | চর্চা |

## ২: প্রত্যয় সাধিত শব্দের আঙ্গিকবৈচিত্র্য ও অন্যান্য

কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দগুলোর নিজস্ব পরিচয় ও আঙ্গিকবৈচিত্র্য রয়েছে। এই অংশে তাদের বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

**(ক) কৃদন্তশব্দের বন্ধন ও আঙ্গিকবৈচিত্র্য:**

| প্রকৃতি | প্রত্যয় | প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|
| √কর্ | আ | করা |
| √পড়্ | আ | পড়া |
| √দুল্ | অনা | দোলনা |
| √কৃ | তা | কর্তা |

কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত পদটিকে কৃদন্ত পদ বলে। উপরে উল্লিখিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের ঘরে করা, পড়া, দোলনা, কর্তা হলো হলো কৃদন্ত পদ। কারণ এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো √কর্, √পড়্, √দুল্, √কৃ ইত্যাদি ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যোগ হয়ে গঠিত হয়েছে।

ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে কৃৎপ্রত্যয়। ধাতু বা ক্রিয়ার মূল হলো কৃৎপ্রত্যয়ের প্রকৃতি। সুতরাং কৃৎপ্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়। কৃৎ প্রত্যয়ের প্রকৃতি কোনো কাজ বুঝাবে এবং এই অর্থেই তা অর্থহীন হবে। এজন্যই কৃৎ প্রত্যয়ের প্রকৃতির আগে √ (ধাতুচিহ্ন) ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

| প্রকৃতি | প্রত্যয় | প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|
| √কর্ | –আ | করা |
| √পড়্ | –আ | পড়া |
| √দুল্ | –অনা | দোলনা |
| √কৃ | –তা | কর্তা |

প্রত্যয়ের ঘরে উল্লিখিত –আ, –অনা, –তা হলো হলো কৃৎপ্রত্যয়। কারণ এই প্রত্যয়গুলো √কর্, √পড়্, √দুল্, √কৃ ইত্যাদি ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

**(খ) তদ্ধিতান্ত শব্দের বন্ধন ও আঙ্গিকবৈচিত্র্য:**

| প্রকৃতি | প্রত্যয় | প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|
| সরকার | ই | সরকারি |
| মিঠা | আই | মিঠাই |
| বাড়ি | ওয়ালা | বাড়িওয়ালা |
| শীত | ল | শীতল |

নাম বা তদ্ধিত-প্রত্যয় সাধিত শব্দটিকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বা নাম শব্দ বলে। প্রত্যয়ান্ত শব্দের ঘরে 'সরকারি, মিঠাই, বাড়িওয়ালা, শীতল' হলো তদ্ধিতান্ত শব্দ বা নাম শব্দ। কারণ এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো সরকার, মিঠা, বাড়ি এবং শীত ইত্যাদি নাম শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ হয়ে গঠিত হয়েছে।

প্রাতিপদিকই তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি। তদ্ধিত বা নাম বা প্রাতিপদিক দ্বারা সাধিত পদটিই তদ্ধিতান্ত শব্দ/পদ। যেমন : সরকারি, মিঠাই, বাড়িওয়ালা, শীত ইত্যাদি।

নামবাচক শব্দের সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়। প্রাতিপদিক হলো তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি। একারণে প্রাতিপদিককে নামপ্রকৃতিও বলা হয়। যেমন–

| প্রকৃতি | প্রত্যয় | প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|
| সরকার | –ই | সরকারি |
| মিঠা | –আই | মিঠাই |
| বাড়ি | –ওয়ালা | বাড়িওয়ালা |
| শীত | –ল | শীতল |

প্রত্যয়ের ঘরে উল্লিখিত –ই, –আই, –ওয়ালা, –তা হলো হলো নাম প্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়। কারণ এই প্রত্যয়গুলো সরকার, মিঠা, বাড়ি এবং শীত ইত্যাদি নাম বা তদ্ধিত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

**(গ) ক্রিয়া-প্রকৃতি হসন্ত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের হসন্ত ব্যবহারে বন্ধন ও বৈচিত্র্যঃ**
ক্রিয়া-প্রকৃতি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের হসন্ত বিষয়ে বাংলা ভাষার অনেক ব্যাকরণে এ বিষয়ে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে (দেখুনঃ সরকার ও অন্যান্য ২০২১: ৩২-৩৬)। আমাদের পর্যালোচনায় ক্রিয়া-প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের হসন্ত বিষয়ে সে উদাসীনতার প্রমাণ মিলেছে। সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এই আলোচনা গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সাহয্যে শব্দগঠনের সময় যথাস্থানে ক্রিয়া-প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের হসন্ত বহাল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে হসন্ত বিবেচনার স্থানগুলো হলো–

প্রথমত, নামপ্রকৃতি যেহেতু নাম বুঝায়, সেহেতু এর অর্থ আছে, সুতরাং এখানে হসন্ত হয় না। যেমনঃ ঢাকা+ আই= ঢাকাই।

দ্বিতীয়ত, ক্রিয়া প্রকৃতি ক্রিয়ারমূল বা ধাতু বুঝায়। এখানে হসন্ত ব্যবহারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়। যথা–

(ক) যদি ক্রিয়ারমূলের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণে কোনো কার যুক্ত না থাকে, তাহলে শেষব্যঞ্জনের নিচে হসন্ত দিতে হয়। যেমনঃ √ চল্ + অন্ত = চলন্ত।

(খ) যদি ক্রিয়ারমূলের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণে কোনো কার যুক্ত থাকে, তাহলে হসন্ত দিতে হয় না। যেমনঃ √কৃ + য= কার্য।

(গ) প্রকৃতি যদি অর্থহীন কোনো অংশ হয় এবং সে প্রকৃতির শেষ ব্যঞ্জনের আগে, নিচে ও পরে যদি কোনো কার যুক্ত থাকে তাহলে সে প্রকৃতিতে হসন্ত দিতে হয় না। যেমনঃ √স্মৃ+ অন= স্মরণ।

তৃতীয়ত, কিছু প্রত্যয় আছে তাদের গঠনে হসন্ত রয়েছে। প্রত্যয়ের হসন্ত প্রত্যয়ের জন্মগত বিষয়। বদ্ধাক্ষরিক প্রত্যয় লিখতে সাধারণত শেষে হসন্তসহ লিখতে হয়। এসব প্রত্যয় শেখার সময় লক্ষ রাখতে হবে। যেমন : –বতুপ্, –মতুপ্, –শানচ্, –তৃচ্, –নীন্, –ইমন্, –ঘ্যণ্ ইত্যাদি। তবে বাংলা ব্যাকরণগুলোতে কখনো এর ব্যতিক্রম, আবার কখনো মিশ্র, আবার কখনো আংশিকভাবে কিছু প্রত্যয়ে হসন্তের ব্যবহার দেখা যায়।

### ৩: বিভিন্ন সূত্র ও সহায়ক উপাদানের বন্ধনে সৃষ্ট বৈচিত্র্য

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎপ্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ-প্রকৃতির আদিস্বরে পরিবর্তন হয়। এ ধরনের পরিবর্তনকে গুণ বা বৃদ্ধি বলে। গুণের নিয়মে প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বরে হ্রস্বস্বরগত পরিবর্তন সাধিত হয়, অপরদিকে বৃদ্ধির নিয়মে প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বরে দীর্ঘস্বরগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

| **গুণসূত্র**<br>গুণেরসূত্রে আদি স্বরের হ্রস্বস্বরগত পরিবর্তন হয় | **বৃদ্ধিসূত্র**<br>বৃদ্ধিরসূত্রে আদি স্বরের দীর্ঘস্বরগত পরিবর্তন হয় |
|---|---|
| প্রকৃতি আদিস্বরের অ = প্রত্যয়ান্তে অ হয় | প্রকৃতি আদিস্বরের অ = প্রত্যয়ান্তে আ হয় |
| প্রকৃতি আদিস্বরের ই/ি/ঈ/ী = প্রত্যয়ান্তে এ/ে হয় | প্রকৃতি আদিস্বরের ই/ি/ঈ/ী = প্রত্যয়ান্তে ঐ/ৈ হয় |
| প্রকৃতি আদিস্বরের উ/ু /ঊ/ূ= প্রত্যয়ান্তে ও/ো হয় | প্রকৃতি আদিস্বরের উ/ু /ঊ/ূ= প্রত্যয়ান্তে ঔ/ৌ হয় |
| প্রকৃতি আদিস্বরের ঋ/ৃ = প্রত্যয়ান্তে অর্ হয় | প্রকৃতি আদিস্বরের ঋ/ৃ = প্রত্যয়ান্তে আর্ হয় |

নতুন শব্দগঠন কালে এই সূত্রগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং শব্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ কারণে এই অংশে গুণ, বৃদ্ধি, উপধা, আগম, ইৎ বা অনুবন্ধ, সম্প্রসারণ ও আদেশ ইত্যাদির সূত্রের সাহায্যে সৃষ্ট বন্ধন ও বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে।

**(ক) তিনটি গুণ সূত্র:** গুণের নিয়মে প্রকৃতির আদিস্বর প্রত্যয়ান্ত শব্দে হ্রস্বস্বরকেন্দ্রিক হয়। যেমন : ই/ঈ > এ, উ/ঊ > ও, ঋ > অর্ আকারে হয়। অ > অ অর্থাৎ অ এর কোনো গুণ নেই। উক্ত বিষয়কেন্দ্রিক তিনটি প্রামাণ্য গুণসূত্র রয়েছে। এখানে একটি কথা মনে রাখা ভালো যে, গুণ কেবল কৃৎপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বরের হ্রস্বস্বরগত পরিবর্তন ঘটায়; নাম প্রকৃতির আদিস্বরের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। নিম্নে উদাহরণকেন্দ্রিক গুণের সুত্রগুলোর সাহায্যে সৃষ্ট শব্দের বন্ধন ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে।

**গুণের প্রথম সূত্র ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**

প্রকৃতির আদিস্বর ই, ঈ হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দে এ বা এ-কার হয়। সূত্রটির উদাহরণসহ গঠন বৈচিত্র্য দেখুন–

(ক) সাধারণ গঠন:

| **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (ই/ঈ)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (এ/ এ-কার)** |
|---|---|---|
| √নী | তৃ + ঈ | নেত্রী |
| √জি | তৃ | জেতা |
| √নী | আ | নেওয়া |
| √নী | তৃচ/তৃ | নেতা |

(খ) বিশেষ গঠন:

| **উপসর্গ/সংখ্যা /শব্দাংশ/শব্দ** | **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (ই/ঈ)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (এ/ এ-কার)** |
|---|---|---|---|
| অভি | √নী | তৃচ্ | অভিনেতা |
| অভি | √নী | তৃ + ঈ | অভিনেত্রী |
| বি | √ক্রী | তৃচ্ | বিক্রেতা |
| সু | √লিখ্ | ণক | লেখক |

**গুণের দ্বিতীয় সূত্র ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**

প্রকৃতির আদিস্বর উ, ঊ হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দে ও/ও-কার হয়। সূত্রটির উদাহরণসহ গঠন বৈচিত্র্য দেখুন–

(ক) সাধারণ গঠন:

| প্রকৃতি<br>(প্রকৃতির আদিস্বর)<br>(উ/ঊ) | প্রত্যয়<br>(বিকল্প রূপ) | প্রত্যয়ান্ত শব্দ<br>(প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর)<br>(ও/ও -কার) |
|---|---|---|
| √শুচ্ | অনীয় | শোচনীয় |
| √দুষ্ | ইন | দোষী |
| √দুল্ | অন | দোলন |
| √শুন্ | আ | শোনা |
| √দুল্ | অনা | দোলনা |
| √মুড়্ | অক | মোড়ক |
| √যুজ্ | ঘ্যণ্ | যোগ্য |
| √শুচ্ | ঘঞ্ | শোক |

(খ) বিশেষ গঠন:

| উপসর্গ<br>/সংখ্যা<br>/শব্দাংশ<br>/শব্দ | প্রকৃতি<br>(প্রকৃতির আদিস্বর)<br>(উ/ঊ) | প্রত্যয়<br>(বিকল্প<br>রূপ) | প্রত্যয়ান্ত শব্দ<br>(প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর)<br>(ও/ও-কার) |
|---|---|---|---|
| অ | √যুজ্ | ষ্ণ্য/য | অযোগ্য |
| অ | √শুভ্ | অন | অশোভন |
| আ | √রুজ্ | ষ্ণ্য/য | আরোগ্য |
| আ | √ধু | আ | আধোয়া |

**গুণের তৃতীয় সূত্র ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**

প্রকৃতির আদিস্বর ঋ/ঋ-কার হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দে অর্ হয়। সূত্রটির উদাহরণসহ গঠন বৈচিত্র্য দেখুন–

(ক) সাধারণ গঠন:

| প্রকৃতি<br>(প্রকৃতির আদিস্বর)<br>(ঋ/ঋ-কার) | প্রত্যয়<br>(বিকল্প রূপ) | প্রত্যয়ান্ত শব্দ<br>(প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর)<br>(অর্) |
|---|---|---|
| √কৃ | অন | করণ |
| √কৃ | তব্য | কর্তব্য |
| √কৃ | অনীয় | করণীয় |
| √দৃশ্ | অক | দর্শক |
| √বৃধ্ | শানচ্/মান | বর্ধমান |
| √স্মৃ | অনীয় | স্মরণীয় |
| √বৃধ্ | ইষ্ণু | বর্ধিষ্ণু |
| √স্মৃ | তব্য | স্মর্তব্য |

(খ) বিশেষ গঠন:

| **উপসর্গ /সংখ্যা /শব্দাংশ /শব্দ** | **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (ঋ/ঋ-কার)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (অর্)** |
|---|---|---|---|
| অবি– | √স্মৃ | অনীয় | অবিস্মরণীয় |
| অ– | √দৃশ্ | অনীয় | অদর্শনীয় |
| দিবা | √কৃ | অ | দিবাকর |
| প্রভা | √কৃ | অ | প্রভাকর |
| পুষ্টি | √কৃ | অ | পুষ্টিকর |
| কষ্ট | √কৃ | অ | কষ্টকর |
| কর্ম | √কৃ | অ | কর্মকর |
| ভাস্ | √কৃ | অ | ভাস্কর |
| চিত্র | √কৃ | অ | চিত্রকর |

**(খ) চারটি বৃদ্ধির সূত্র:**

বৃদ্ধির নিয়মে প্রকৃতির আদিস্বর প্রত্যয়ান্ত শব্দে দীর্ঘস্বরকেন্দ্রিক হয়। যেমন: অ > আ, ই/ঈ > ঐ, উ/ঊ > ঔ, ঋ > আর্ আকারে হয়। উক্ত বিষয়কেন্দ্রিক চারটি প্রামাণ্য বৃদ্ধিসূত্র রয়েছে। এখানে একটি কথা মনে রাখা ভালো যে, বৃদ্ধি কৃৎপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বরের দীর্ঘস্বরগত পরিবর্তন ঘটায়। এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, –ষ্ণ, –ষ্ণ্য, –ষ্ণি, –ষ্ণিক, –ষ্ণেয়, –ষ্ণায়ন ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হলেও নামপ্রকৃতি হোক অথবা কৃৎপ্রকৃতি হোক উভয়ের বেলায় বৃদ্ধি ঘটে। তাই বৃদ্ধির সূত্র প্রদর্শনে ছকের ভেতর এই প্রত্যয়গুলোর সঙ্গে নামপ্রকৃতি বৃদ্ধির সম্পর্কও দেখানো হয়েছে। তবে সর্বসাকুল্যে এটি মনে রাখতে হবে যে, বৃদ্ধি কেবল কৃৎপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বরের দীর্ঘস্বরগত পরিবর্তন ঘটায়। নিম্নে উদাহরণকেন্দ্রিক বৃদ্ধির সুত্রগুলোর সাহায্যে সৃষ্ট শব্দের বন্ধন ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে।

**বৃদ্ধির প্রথম সূত্র ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**

প্রকৃতির আদিস্বর অ হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দে আ/আ-কার হয়। সূত্রটির উদাহরণসহ গঠন বৈচিত্র্য দেখুন–

(ক) সাধারণ গঠন:

| **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (অ)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (আ/ আ-কার)** |
|---|---|---|
| √পঠ্ | ণক/অক | পাঠক |
| √ত্যজ্ | ঘঞ্ | ত্যাগ |
| √পচ্ | ঘঞ্ | পাক |
| √গ্রহ | ণিন | গ্রাহী |

(খ) বিশেষ গঠন:

| **উপসর্গ/সংখ্যা /শব্দাংশ/শব্দ** | **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (অ)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (আ/আ-কার)** |
|---|---|---|---|
| আ– | সমুদ্র | ষ্ণিক/ইক | আসামুদ্রিক |
| বে– | সমর | ষ্ণিক/ইক | বেসামরিক |
| অ– | সমাজ | ষ্ণিক/ইক | অসামাজিক |
| দ্বি– | বর্ষ | ষ্ণিক/ইক | দ্বিবার্ষিক |
| বি– | তর্ক | ষ্ণিক/ইক | বিতার্কিক |
| সাং– | বৎসর | ষ্ণিক/ইক | সাংবৎসরিক |
| অ– | কল্পনা | ষ্ণিক/ইক | অকাল্পনিক |
| অ– | সমান | ষ্ণ্য/য | অসামান্য |

**বৃদ্ধির দ্বিতীয় সূত্র ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**
প্রকৃতির আদিস্বর ই, ঈ হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দে ঐ/ ঐ-কার হয়। সূত্রটির উদাহরণসহ গঠন বৈচিত্র্য দেখুন–

(ক) সাধারণ গঠন:

| **প্রকৃতি** (প্রকৃতির আদিস্বর) (ই/ঈ) | **প্রত্যয়** (বিকল্প রূপ) | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ** (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (ঐ/ঐ -কার) |
|---|---|---|
| √শিশু | ষ্ণ/অ | শৈশব |
| √নী | ণক/অক | নায়ক |
| √নৈ | ণক/অক | নায়ক |
| √ গৈ | ণক/অক) | গায়ক |

(খ) বিশেষ গঠন:

| **উপসর্গ/সংখ্যা /শব্দাংশ/শব্দ** | **প্রকৃতি** (প্রকৃতির আদিস্বর) (ই/ঈ) | **প্রত্যয়** (বিকল্প রূপ) | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ** (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (ঐ/ঐ-কার) |
|---|---|---|---|
| অ– | ধীর | ষ্ণ্য/য | অধৈর্য |
| অ– | নীতি | ষ্ণিক/ইক | অনৈতিক |
| আ– | শিশু | ষ্ণ/অ | আশৈশব |
| অ– | বিধি | ষ্ণ/অ | অবৈধ |
| অ– | বিজ্ঞান | ষ্ণিক/ইক | অবৈজ্ঞানিক |

**বৃদ্ধির তৃতীয় সূত্র ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**
প্রকৃতির আদিস্বর উ, ঊ হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দে ঔ/ঔ-কার হয়। সূত্রটির উদাহরণসহ গঠন বৈচিত্র্য দেখুন–

(ক) সাধারণ গঠন:

| **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (উ/ঊ)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (ঔ/ঔ -কার)** |
|---|---|---|
| √যুব্ | অন | যৌবন |
| √মুব্ | অন | মৌবন |
| √ভু | উক | ভাবুক |
| √ভৌ | উক | ভাবুক |

(খ) বিশেষ গঠন ও প্রয়োগ:

| **উপসর্গ/ সংখ্যা/ শব্দাংশ/ শব্দ** | **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (উ/ঊ)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (ঔ/ ঔ-কার)** |
|---|---|---|---|
| অধি– | ভূত | ষ্ণিক/ইক | আধিভৌতিক |
| অ– | সুজন | ষ্ণ্য/য | অসৌজন্য |
| পঞ্চ– | ভূত | ষ্ণিক/ইক | পাঞ্চভৌতিক |
| সর্ব– | ভূমি | ষ্ণ/অ | সার্বভৌম |

**বৃদ্ধির চতুর্থ সূত্র ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**
প্রকৃতির আদিস্বর ঋ/ঋ-কার হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দে আর্ হয়। সূত্রটির উদাহরণসহ গঠন বৈচিত্র্য দেখুন–

(ক) সাধারণ গঠন:

| **প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (ঋ/ঋ-কার)** | **প্রত্যয় (বিকল্প রূপ)** | **প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (আর্)** |
|---|---|---|
| √স্মৃ | অক | স্মারক |
| √কৃ | ণক/অক | কারক |
| √স্মৃ | ণক/অক | স্মারক |
| √ধৃ | অনা | ধারণা |
| √ধৃ | ষ্ণ্য/য | ধার্য |
| √কৃ | ষ্ণ্য/য | কার্য |
| √ভৃ | ষ্ণ্য/য | ভার্যা |

(খ) বিশেষ গঠন:

| উপসর্গ/ সংখ্যা/ শব্দাংশ/ শব্দ | প্রকৃতি (প্রকৃতির আদিস্বর) (ঋ/ঋ-কার) | প্রত্যয় (বিকল্প রূপ) | প্রত্যয়ান্ত শব্দ (প্রত্যয়ান্তের আদিস্বরে যুক্ত স্বর) (আর্) |
|---|---|---|---|
| অ– | পৃথিবী | ষ্ণ/অ | অপার্থিব |
| অ– | √ধৃ | ষ্ণ্য/য | অধার্য |
| অ– | √কৃ | ষ্ণ্য/য | অকার্য |

**(গ) একই শব্দে গুণ ও বৃদ্ধি সূত্রের ব্যবহার ও বন্ধনবৈচিত্র্য:**

একই শব্দে গুণ ও বৃদ্ধি সূত্রের ব্যবহার হয়েছে এমন কয়েকটি নমুনা

১। পঞ্চভূত + ষ্ণিক = পাঞ্চভৌতিক [পঞ্চ = পাঞ্চ (অ বৃদ্ধি আ)।] [ ভূত = ভৌত (ঊ বৃদ্ধি ঔ)।]

২। সর্বভূমি + ষ্ণ = সার্বভৌম [সর্ব= সার্ব (অ বৃদ্ধি আ)] [ভূমি= ভৌম (ঊ বৃদ্ধি ঔ)]

**(ঘ) অনুবন্ধ/ইৎ:** সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে ধাতু ও শব্দের সঙ্গে যা যোগ হয়, প্রত্যয়টির নামকরণ সর্বদা সে রকম হয় না। নামকরণে প্রত্যয়টির সঙ্গে বাড়তি কিছু ধ্বনি যোগ করে দেওয়া হয়। এই ধ্বনি অথবা ধ্বনিগুলোর নাম অনুবন্ধ। এর কয়েকটি কারণ আছে। সংস্কৃত '–অণ্' প্রত্যয় থেকে যোগ হয় '–অ'। বস্তুত '–অ', '–অচ্' কিংবা '–অণ্' এর মতো অনেক প্রত্যয় থেকে '–অ' আসতে পারে। যেমন–√কৃ+অ (অ যদি '–অচ্' থেকে আসে)= কর। আবার, √কৃ+অ (অ যদি '–অণ্' থেকে আসে)= কার। তাহলে প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ততম রূপ থেকে তার স্বরূপ অনুমান করা সর্বদা সম্ভব নয়। এজন্যই প্রত্যয়গুলোর সঙ্গে অন্য কিছু ধ্বনি জুড়ে তাকে বাড়ানো হয়েছে। যে-ধ্বনিগুলো জোড়া হয় তা অনুবন্ধ। ব্যবহারের সময় অনুবন্ধ বাদ যায়। এই বাদ যাওয়ার নাম ইৎ। শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখার সময় সাধারণত অনুবন্ধহীন অংশ বাইরে এবং অনুবন্ধযুক্ত প্রত্যয় নামটি বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। যেমন– √কৃ+ তি (ক্তিন্) = কৃতি। নিম্নে অনুবন্ধসহ বন্ধন ও বৈচিত্র্য বিধৃত হলো:

| প্রত্যয় (আসল রূপ) | অনুবন্ধ/ ইৎ অংশ | সমগ্র প্রত্যয় অনুবন্ধ (বিশ্লেষিতভাবে) | অনুবন্ধ রূপ/ প্রত্যয়ের নাম (ভেতরের রূপ) |
|---|---|---|---|
| –অ | চ্ | অ + চ্ | –অচ্ |
| –অ | ঘ্,ঞ্ | ঘ্ + অ + ঞ্ | –ঘঞ্ |
| –অ | খ্, চ্ | খ্ + অ + চ্ | –খচ্ |
| –অ | প্ | অ + প্ | –অপ্ |
| –অ | ক্,প্ | ক্ + অ + প্ | –কপ্ |
| –উ | ক্ | ক্ + উ | –কু |
| –য | ক্,অ,প্ | ক্ + য্ + অ + প্ | –ক্যপ্ |
| –আন | চ্,শ্ | চ্ + আ + ন্ + শ্ | –চানশ্ |
| –ছ | ০ | ছ্ + অ | –ছ |
| –ইন্ | ণ্, ই | ণ্ + ই + ন্+ ই | –ণিনি |
| –ফ | অ, ক্ | ফ্ + অ+ ক্ | –ফক্ |

একটি বিশেষ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অনুবন্ধযুক্ত প্রত্যয়নাম থেকে অনুবন্ধ ধ্বনি 'ইৎ' হলে (অর্থাৎ বাদ হলেই) প্রত্যয়টি বেরিয়ে আসে– এই নিয়ম সর্বদা খাটে না। যেমন– '–যুচ্' প্রত্যয় থেকে '–অন' যোগ হয়। কিন্তু '–যুচ্' কে ভেঙে (য্+উ+চ্) তা থেকে '–অন' বের করা যায় না। তাহলে সহজ কথায় বলা যায় যে, প্রত্যয়ের এক বা একাধিক বর্ণ হারিয়ে যাওয়াই হলো ইৎ বা অনুবন্ধ। অর্থাৎ প্রত্যয়ের বাড়তি বর্ণ বিলুপ্তি বা লোপই ইৎ। ইৎ হয় প্রত্যয় অংশের। ইৎ কখনো প্রকৃতির হয় না। উদাহরণ:

| | | |
|---|---|---|
| √গম্ | ক্ত | গত<br>(এখানে শব্দগঠন কালে 'ক্ত' প্রত্যয়ের ক ইৎ হয়েছে ত বহাল আছে।) |
| √জ্ঞা | ক্ত | জ্ঞাত<br>(এখানে শব্দগঠন কালে ক ইৎ হয়েছে ত বহাল আছে।) |
| √খ্যা | ক্ত | খ্যাত<br>(এখানে শব্দগঠন কালে ক ইৎ হয়ে ত বহাল আছে।) |
| √কুশল্ | অণ্ | কৌশল<br>(এখানে শব্দগঠন কালে ণ্ ইৎ হয়েছে অ বহাল আছে।) |
| √পচ্ | ণক | পাচক<br>(এখানে শব্দগঠন কালে ণ ইৎ হয়ে অক বহাল হয়েছে।) |
| √কৃ | ঘ্যণ্ | কার্য<br>(এখানে শব্দগঠন কালে ঘ্, ণ্ ইৎ হয়েছে য বহাল আছে।) |

**(ঙ) উপধা:** শব্দ কিংবা ধাতুর লিখিতরূপে শেষ বর্ণের আগের বর্ণটিকে বলা হয় উপধা। অন্যভাবে বলা যায় যে, ধাতুর অন্তধ্বনির আগের ধ্বনিকে উপধা বলে। বর্ণ বিশ্লেষণ করলে উপধা বুঝা যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে উপধা বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে।

উদাহরণ–১: 'লক্ষ্মী' শব্দের উপধা হলো: ম্।
'লক্ষ্মী' শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ হলো:
ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ
এর শেষ বর্ণের আগের বর্ণটি হলো: ম্।
সুতরাং শব্দটির উপধা হলো: ম্।

উদাহরণ–২: 'কালো' শব্দের উপধা হলো: ল্।
'কালো' শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ হলো:
ক্ + আ + ল্ + ও
এর শেষ বর্ণের আগের বর্ণটি হলো: ল্।
সুতরাং শব্দটির উপধা হলো: ল্।

উদাহরণ–৩: √গম্ ধাতুর উপধা হলো: অ।
'√গম্' ধাতুর বর্ণ বিশ্লেষণ হলো:
√ গ্ + অ + ম্
এর শেষ বর্ণের আগের বর্ণটি হলো: অ।
সুতরাং ধাতুটির উপধা হলো: অ।

**(চ) সম্প্রসারণ:** প্রত্যয় যুক্ত হলে অনেকক্ষেত্রেই ধাতুর আদ্যধ্বনির পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে 'য'–স্থানে ই; 'র'-স্থানে ঋ; এবং 'অন্তস্থ-ব' এর স্থানে 'উ' হলে তাকে বলে সম্প্রসারণ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণকেন্দ্রিক সম্প্রসারণ বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে।

উদাহরণ-১: √বচ্ + তি (ক্তিন্) = উক্তি
(এখানে অন্তস্থ-ব 'উ' হলো)।
√বচ্ + ক্ত= উক্ত

উদাহরণ-২: √স্বপ্ + তি (ক্তিন্) = সুপ্তি
(এখানে অন্তস্থ-ব ফলা উ-কার হলো)।

উদাহরণ-৩: √গ্রহ + ত (ক্ত) = গৃহীত
(এখানে র–ফলা অর্থাৎ র, ঋ বা ঋ-কার হচ্ছে)।

উদাহরণ-৪: √যজ্ + তি (ক্তিন্) = ইষ্টি
(এখানে 'য' ই হচ্ছে এবং পরবর্তীতে সন্ধির নিয়মে জ্ + ত্ = ষ্ট হলো ষ্টি)।

উদাহরণ-৫: √যজ্ +ত (ক্ত) + আ(টাপ্) = ইষ্টা
(এখানে 'য' ই হচ্ছে এবং পরবর্তীতে সন্ধির নিয়মে জ্ + ত = ষ্ট হলো ষ্ট + আ = ষ্টা)।

**(ছ) আদেশ:** সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যয় যোগ করার সময় কিংবা অন্য ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ায় একটি ধ্বনির জায়গায় অন্য ধ্বনি এসে পড়তে পারে। এই পরিবর্তনকে বলা হয় আদেশ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণকেন্দ্রিক আদেশ বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে।

উদাহরণ-১: বৃদ্ধ + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন) = জ্যেষ্ঠ।
[এখানে প্রত্যয়ান্ত হওয়ার সময় 'বৃদ্ধ' শব্দটি 'জ্যা' শব্দে পরিবর্তিত হলো।
অর্থাৎ আদেশ 'বৃদ্ধ' এর স্থানে 'জ্যা' হলো।]

উদাহরণ-২: রাজন + ছ (ঈয়) = রাজকীয়। (রাজনীয় নয়)
[এখানে প্রত্যয়ান্ত হওয়ার সময় 'ন' এর স্থানে 'ক' হলো।
অর্থাৎ আদেশ 'ন' এর স্থানে 'ক' হবে। একারণে প্রত্যয়ান্ত শব্দটি রাজকীয় হয়; রাজনীয় নয়।]
অনুরূপে, '√আছ্' ধাতু থেকে আদেশ হয় 'থাকা'।
'√হন্' ধাতু থেকে আদেশ হয় 'ঘাতন'। ইত্যাদি।

**(জ) আগম:** শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে যদি কোন নতুন শব্দের আগমন ঘটে তবে তাকে আগম বলে। যেমন: আত্ম + √হন্ + ণিন =আত্মঘাতী (ণ ইৎ হয়ে ইন্ থাকে। ইন্ পরে ঈ কার রূপে ব্যবহৃত হয়। ণিন যুক্ত হলে হন্ ধাতুর স্থলে ঘাত আগম হয়।)

### ৪: প্রত্যয় ব্যহারের সৃষ্ট নতুন শব্দের পদগত বন্ধন ও বৈচিত্র্য–১

**বিশেষ্য গঠন:** এই অংশের প্রথমে সরাসরি ক্রিয়ামূল এবং প্রাতিপদিক এর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য গঠন দেখানো হয়েছে এবং এই অংশের শেষে সরাসরি কোনো বিশেষণের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য গঠন দেখানো হয়েছে। বিশেষ্য আলোচনার চারটি অংশ রয়েছে। এই আলোচনার ধারাবাহিক অংশগুলোর শিরোনাম হলো– প্রকৃতি ও প্রত্যয় ব্যবহার করে ক্রিয়ামূল বা ধাতু থেকে বিশেষ্য গঠন, প্রকৃতি ও প্রত্যয় ব্যবহার করে প্রাতিপদিক

থেকে বিশেষ্য গঠন, ক্রিয়ামূল বা ধাতু থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন, সরাসরি বিশেষণের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য গঠন। নিম্নে এদের বিস্তারিত প্রদত্ত হলো–

**ক্রিয়ামূল থেকে বাংলা কৃৎপ্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্য গঠন:**

| বাংলা কৃৎপ্রত্যয় | বিশেষ্য |
|---|---|
| –অন | √কাঁদ্ + অন = কাঁদন |
| –আই | √সিল্ + আই = সেলাই/সিলাই |
| –আও | √পাকড় + আও = পাকড়াও |
| –আও | বাঁচ্ + আও= বাঁচাও |
| –আই | √যাচ্ + আই = যাচাই |
| –আই | √বাছ্ + আই = বাছাই |
| –আনি | √জাল্ + আনি = জ্বালানি |

**প্রাতিপদিক থেকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্য গঠন:**

| সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় | বিশেষ্য |
|---|---|
| –ইমন্ | নীল + ইমন্ = নীলিমা |
| –তা/–ত্ব | বন্ধু + তা = বন্ধুতা |
| –র | মধু + র = মধুর |
| –ল | শীত + ল = শীতল |

**ক্রিয়ামূল থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন:**

ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যোগে গঠিত যে সকল শব্দ কোনো ক্রিয়ার নাম বুঝায়, তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয় পদের কাজ দেখা যায়। এই ধরনের বিশেষ্য কর্তৃকারক, কর্মকারক ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং বিশেষ্যরূপে নিজ কারকবিভক্তি যুক্ত হয়।

বাংলা ধাতুর উত্তরপদ –অন, –আন, –আ, –ইতে, –না প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ সাধিত হয়।

| প্রত্যয় | ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য |
|---|---|
| –না | √বাজ্ + না = বাজনা |
| –ইতে | √দেখ্ + ইতে = দেখিতে |
| –আ | √খা + আ = খাওয়া |
| –আন | √ খাওয়া + আন = খাওয়ান |
| –অন | √ চল্+ অন= চলন |

সংস্কৃত ধাতুর উত্তর –অ, –অন্, –ন ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ সাধিত হয়।

| প্রত্যয় | ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য |
|---|---|
| –ন | √যত্ + ন = যত্ন |
| –অ | √জি + অ = জয় |
| –অন | √বিদ্ + অন + আ = বেদনা |

**বিশেষণ থেকে বিশেষ্য গঠন:**

| বিশেষণ | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|
| সম্মত | সম্মত + ই | সম্মতি |
| ধূর্ত | ধূর্ত + আমি | ধূর্তামি |
| মধুর | মধুর +তা | মধুরতা |
| বীর | বীর + ত্ব | বীরত্ব |
| নীল | নীল + ইমন্ | নীলিমা |
| মহৎ | মহৎ + ত্ব | মহত্ত্ব |
| মহৎ | মহৎ + ইমন্ | মহিমা |
| চালাক | চালাক + ই | চালাকি |
| সমগ্র | সমগ্র +তা | সমগ্রতা |

### ৫: প্রত্যয় ব্যহারের সৃষ্ট নতুন শব্দের পদগত বন্ধন ও বৈচিত্র্য–২

**বিশেষণ গঠন:** এই অংশের প্রথমে সরাসরি ক্রিয়ামূল এবং প্রাতিপদিক এর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ গঠন দেখানো হয়েছে এবং এই অংশের শেষে সরাসরি কোনো বিশেষ্যের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ গঠন দেখানো হয়েছে। বিশেষণ আলোচনার চারটি অংশ রয়েছে। অংশগুলো হলো– প্রকৃতি ও প্রত্যয় ব্যবহার করে ক্রিয়ামূল বা ধাতু থেকে বিশেষণ গঠন, প্রকৃতি ও প্রত্যয় ব্যবহার করে প্রাতিপদিক থেকে বিশেষণ গঠন, ক্রিয়ামূল বা ধাতু থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠন, সরাসরি বিশেষ্যের সঙ্গে প্রত্যয় ব্যবহার করে বিশেষণ গঠন। নিম্নে এদের বিস্তারিত প্রদত্ত হলো–

**ক্রিয়ামূল থেকে কৃৎপ্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণ গঠন:**

| বাংলা কৃৎপ্রত্যয় | বিশেষণ |
|---|---|
| –অন্ত | √চল্ + অন্ত = চলন্ত |
| –অন্ত | √পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত |
| –তা | √বহ্ + তা = বহতা |

**প্রাতিপদিক থেকে তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণ গঠন:**

| বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় | বিশেষণ |
|---|---|
| –ইয়া > ও | টনটন + এ = টনটনে |
| উয়া > ও | দাঁত + উয়া>ও = দেঁতো |
| –উ | ঢাল + উ = ঢালু |
| –উক | লাজ + উক = লাজুক |
| –আরি/ | ভিখ + আরী/আরি = ভিখারী |
| –আলি/ | লাঠি + এল = লাঠিয়াল |
| –আটিয়া/<br>–টে | তামা+আটিয়া/টে = তামাটে |
| –লা | মেঘ + লা = মেঘলা |
| –আই | চোর + আই= চোরাই |
| –আরু | বোমা + আরু = বোমারু |
| –আটিয়া | ভাড়া + আটিয়া = ভাড়াটে |

**তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণ গঠন:**

| বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় | বিশেষণ |
|---|---|
| –ইত | তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত |
| –ইল | উর্মি + ইল = উর্মিল |
| –ইষ্ঠ | গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ |
| –ইন/(–ঈ) | জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন |
| –তর/–তম | মধুর + তর = মধুরতম |
| –নীন (–ঈন্) | সর্বজন + নীন = সর্বজনীন |
| –নীয়/ (–ঈয়) | বর্ষ + নীয় = বর্ষীয় |
| –বতুপ্ | গুণ + বতুপ্ = গুণবান |
| –মতুপ্ | বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান |
| –বিন (–বী) | মেধা + বিন্ = মেধাবী |
| –ষ্ণিক | হেমন্ত + ষ্ণিক |

**ক্রিয়ামূল থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠন:**

ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যোগে গঠিত যে সকল শব্দ কোনো ক্রিয়াকে বিশেষায়িত করে, তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বলে। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদে ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয় পদের কাজ দেখা যায়। এই ধরনের বিশেষণ ক্রিয়ারূপে কর্তৃকারক, কর্মকারক ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং বিশেষণরূপে নিজ কারকবিভক্তি যুক্ত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, অতীত কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ।

**বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ:**

বাংলা ধাতুর উত্তর –অ, –অন্ত, –তি প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ সাধিত হয়।

| প্রত্যয় | বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ |
|---|---|
| –অ | √কাঁদ্ + অ = কাঁদ<br>√মর্ + অ = মর |
| –অন্ত | √জ্বল্ + অন্ত = জ্বলন্ত<br>√পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত |
| –তি | √উঠ্ + তি = উঠতি<br>√চল্ + তি = চলতি |

সংস্কৃত ধাতুর উত্তর –অৎ, –আন, –মান প্রত্যয়যোগে বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ সাধিত হয়।

| প্রত্যয় | বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ |
|---|---|
| –অৎ | √চল্ + অৎ = চলৎ<br>√মহ্ + অৎ = মহৎ<br>√জীব্ + অৎ = জীবৎ |
| –আন | √শী + আন = শয়ান<br>√আস্ + আন = আসীন |
| –মান | √বৃৎ + মান = বর্তমান<br>√বিদ্ + মান = বর্তমান |

### অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ:

বাংলা ধাতুর উত্তর –আ, প্রত্যয়যোগে অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ সাধিত হয়।

| প্রত্যয় | অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ |
|---|---|
| –আ | √দেখ্ + আ = দেখা<br>√পড়্ + আ = পড়া |

সংস্কৃত ধাতুর উত্তর –ত, –ন, –তব্য প্রত্যয়যোগে অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ সাধিত হয়।

| প্রত্যয় | অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ |
|---|---|
| –ত | √গম্ + ত = গত<br>√পঠ্ + ত = পঠিত |
| –ন | √ভিদ + ন = ভিন্ন<br>√ভনজ্ + ন = ভগ্ন |
| –তব্য | √গম্ + তব্য = গন্তব্য<br>√বচ্ + তব্য = বক্তব্য |

### ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ:

সংস্কৃত ধাতুর উত্তর –স্যৎ, –স্যমান প্রত্যয়যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ সাধিত হয়।

| প্রত্যয় | ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ |
|---|---|
| –স্যৎ | √ভূ + স্যৎ = ভবিষ্যৎ |
| –স্যমান | √বচ্ + স্যমান = বক্ষমান |

### বিশেষ্য থেকে বিশেষণ গঠন:

| বিশেষ্য | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ান্ত শব্দ |
|---|---|---|
| মুখ | মুখ + ইক | মৌখিক |
| রেশম | রেশম + ই | রেশমি |
| পৃথিবী | পৃথিবী + ষ্ণ | পার্থিব |
| গুরু | গুরু + ইষ্ঠ | গরিষ্ঠ |
| অগ্নি | অগ্নি + ষ্ণেয় | আগ্নেয় |
| তেজ | তেজ + ঈ | তেজী |
| তেজ | তেজ + বিন্ | তেজস্বী |
| মন | মন + ষ্ণিক | মানসিক |
| মধু | মধু + র | মধুর |
| ফুল | ফুল + এল | ফুলেল |
| দেশ | দেশ + ঈয় | দেশীয় |
| লাজ | লাজ + উক | লাজুক |
| ঢাকা | ঢাকা + আই | ঢাকাই |

পরিশেষে উপরের ধারাবাহিক আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতি প্রত্যয়ের বন্ধনের নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। এসব বিচিত্র্য বন্ধনের সাহায্যে নানা ধরনের বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও ক্রিয়াজাত শব্দ গঠিত হয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

**তথ্যসূত্র**


আজাদ, হুমায়ুন। *বাঙলা ভাষা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৪।

আহমেদ শিশির, সালেহ। *আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ অভিধান*, বিশ্বসাহিত্য ভবন ২০১৬।

ইসলাম, রফিকুল। সরকার, পবিত্র। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দুই খণ্ড)* বাংলা একাডেমি ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* ১৯৩৯।

চাকী, জ্যোতিভূষণ। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* ১৯৯৬।

চৌধুরী, মুনীর ও হায়দার, মোফাজ্জল। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ ১৯৮৩, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০।

চৌধুরী, জামিল। *আধুনিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি ২০১৬।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী ১৯০৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা ভাষা পরিচয়*, বিশ্বভারতী ১৯৩৮।

তরফদার, ধীরেন্দ্রনাথ। *বৈদিক ব্যাকরণ*, বাংলা একাডেমি ২০১৯।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৮।

দাশ, নির্মল। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭।

বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ ২০১৪।

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। *সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী*, চলন্তিকা ১৩৭০।

বিশ্বাস, সুখেন। *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা*, দে'জ পাবলিশিং ২০১৪।

ভট্টাচার্য্য, শিশির। *বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা*, প্রথমা প্রকাশন ২০০১।

ভট্টাচার্য্য, শিশির। *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী ২০১৩।

ভট্টাচার্য্য, সুভাষ। *বাঙালির ভাষা*, আনন্দ পাবলিসাস ২০০০।

ভট্টাচার্য, সুভাষ। *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান* ১৯৮৪।

মনির, শাহজাহান। *বাংলা ব্যাকরণ*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স ১৩৭৬।

মিশ্র, সরস্বতী। *বিতর্ক : বাংলা ব্যাকরণ*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী ১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, অশোক। সংসদ ব্যাকরণ অভিধান, সাহিত্য সংসদ ১৯৮৯।

রহমান, মতিয়র। ব্যাকরণের রস, অবসর ২০১৫।

সরকার, স্বরোচিষ। *বাংলা ভাষার বর্ণনা একটি বিকল্প ব্যাকরণ* (মূল: রুথ টমসন, হানা), বাংলা একাডেমি ২০২১।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* ১৯৩৬।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ১৯৬৩।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৮।

সরকার, যতীন। *গল্পে গল্পে ব্যাকরণ*, বাংলা একাডেমি ২০১৮।

সরকার, যতীন। *ব্যাকরণের ভয় অকারণ*, নন্দিত ২০১৫।

সরকার, পবিত্র। *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*, দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪।

সরকার, পবিত্র। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং ২০০৬।

সরকার, স্বরোচিষ ও অন্যান্য। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ ২০২১, ২০২২, ২০২৩।

হক এনামুল, মুহম্মদ। *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, রাজশাহী ১৯৫২।

হক এনামূল, মুহম্মদ। বাংলা একাডেমি *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি ১৯৭৪।

হক, মাহবুবুল। *বাংলা ভাষা, কয়েকটি প্রসঙ্গ*, অবসর ২০০৪।

হালদার, গুরুপদ। *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস* ১৩৫০।